গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৪৯৩ তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
২৬ মে ২০২০

বিষয়: **সংগ্রহের স্বার্থে খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে নৌপথে মোট ৩৬০০ মে.টন আমন'১৯-২০ সিদ্ধ চালের চলাচল উপসূচি।**

সূত্র: চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ২৬/০৫/২০২০ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৪৯১ নং স্মারক।

চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের সূত্রস্থ স্মারকে পাবনা জেলার নগরবাড়ি ঘাট এবং সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ি ঘাটের মাধ্যমে ভোলা জেলার মনপুরা এলএসডি ও চাঁদপুর সিএসডিতে নৌপথে ৩৬০০ মে.টন আমন'১৯-২০ সিদ্ধ চালের চলাচল সূচি জারি করা হয়। এক্ষণে নগরবাড়ি ও বাঘাবাড়ি ঘাট হতে নিম্নোক্তভাবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলাচল উপসূচি নির্দেশক্রমে জারি করা হলো।

নগরবাড়ি ঘাটের মাধ্যমে ভোলা ও চাঁদপুর জেলায় নৌপথে চালের চলাচল উপসূচি :

ক্রঃনং	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রেণি	মাধ্যম	প্রাপক জেলা	প্রাপক কেন্দ্র	পরিমাণ (মে.টন)	পণ্য	মন্তব্য
১.	মে/সাতক্ষীরা পরিবহন	**ডিবিসিসি (খু-ব)**	নগরবাড়ি ঘাট	ভোলা	মনপুরা এলএসডি	৬০০	আমন'১৯-২০ সিদ্ধ চাল	জেখানি, পাবনা নিম্নোক্ত খাদ্য গুদাম হতে আমন'১৯-২০ সিদ্ধচাল নগরবাড়ি ঘাটে পরিবহণ করাবেন।
২.	মে/উর্মি এন্টারপ্রাইজ	**ডিবিসিসি ঢাকা (গ্রুপ-বি)**	ঐ	চাঁদপুর	চাঁদপুর সিএসডি	৫০০	ঐ	
৩.	মে/কে, পি ট্রেডার্স		ঐ	ঐ	ঐ	৫০০	ঐ	**জেলা- পাবনা** মুলাডুলি সিএসডি-১৬০০ মে.টন
					মোট=	১৬০০		

বাঘাবাড়ি ঘাটের মাধ্যমে চাঁদপুর সিএসডিতে নৌপথে চালের চলাচল উপসূচি :

ক্রঃনং	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রেণি	মাধ্যম	প্রাপক জেলা	প্রাপক কেন্দ্র	পরিমাণ (মে.টন)	পণ্য	মন্তব্য

১.	মে/বাবুল ট্রান্সপোর্ট এন্ড কোং	**ডিবিসিসি ঢাকা (গ্রুপ-বি)**	বাঘাবাড়ি ঘাট	চাঁদপুর	চাঁদপুর সিএসডি	৫০০	আমন'১৯-২০ সিদ্ধ চাল	আখানি, রাজশাহী ও জেখানি, সিরাজগঞ্জ নিম্নোক্ত খাদ্য গুদাম হতে আমন'১৯-২০ সিদ্ধচাল বাঘাবাড়ি ঘাটে পরিবহণ করাবেন। **জেলা- জয়পুরহাট** জয়পুরহাট-৫০০ মে.টন পাঁচবিবি-৫০০ মে.টন কালাই-৫০০ মে.টন **জেলা- বগুড়া** তালোড়া-৩০০ মে.টন **জেলা- সিরাজগঞ্জ** বাঘাবাড়ি-২০০ মে.টন
২.	মে/টি, আলী এন্ড কোং	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০	ঐ	
৩.	মে/সুজন এন্টারপ্রাইজ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০	ঐ	
৪.	মে/ইসমাঈল বিশ্বাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০	ঐ	
					মোট=	২০০০		
					সর্বমোট =	৩৬০০		

<u>পরিবহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলি পালনীয়ঃ-</u>

১। সংগৃহীত চালের খামাল গঠন হওয়ার পর তদারককারী কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসডি'র মজুত যাচাই ও কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খামাল সার্ভেপূর্বক বিনির্দেশ সম্পন্ন বিশ্লেষণ প্রতিবেদন জারির পর পর্যায়ক্রমে সূচি জারি করতে হবে। এতদবিষয়ে, 'খাদ্যশস্য প্রেরণ-প্রাপ্তিকালে করণীয় নির্দেশনা' সম্পর্কিত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর মহোদয় স্বাক্ষরিত ১১/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭-২১১ নং প্রজ্ঞাপন এবং 'এলএসডি'র/সিএসডি'র সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ব্যবহার সম্পর্কিত জরুরি নির্দেশনা' বিষয়ক ১৮/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.১৯.০০১.১৯-৩৫৪ নং স্মারকের পত্র কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া ০৯/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.০০২.০৯.৯৯৮ নং স্মারকে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের উল্লিখিত স্মারকে নির্দেশনা অনুযায়ী সকল খাদ্য গুদামে চুক্তিবদ্ধ মিলারকর্তৃক সরবরাহতব্য চালের বস্তার অপর পিঠে ডিজিটাল স্টেন্সিলের স্পষ্ট ছাপ দেওয়ার জন্য অনুসরণ করতে হবে।

২। সূচির বিপরীতে প্রেরিতব্য চাল সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক / উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) কর্তৃক যাচাইকৃত হতে হবে এবং সংগৃহীত চালের মৌসুম, গুণগতমান ও আর্দ্রতা সু-স্পষ্টভাবে ইনভয়েসে উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেখানি বিশেষ তদারকি/নজরদারিতে চাল প্রেরণ করতে হবে;

৩। প্রতি ট্রাক/বার্জে এ প্রেরিত চালের বিশ্লেষণ বিবরণীসহ নমুনা অবশ্যই যৌথ স্বাক্ষরে সিলগালা করে ঠিকাদার/প্রতিনিধির নিকট দিতে হবে। পরিবহণকৃত খাদ্যশস্যের সাথে নমুনার মিল না থাকলে কিংবা পথিমধ্যে খাদ্যশস্য কোনরূপ পরিবর্তন করে প্রাপক কেন্দ্রে আনা হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এ বিষয়ে দায়ী থাকবে এবং দায়ী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪। প্রেরক ও প্রাপক কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চাল পরিবহণ, বোঝাই ও খালাস কার্যক্রম তদারকি করবেন। কোথাও অনিয়ম/সমস্যা উদ্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ত্বরিত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসহ খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন;

৫। সূচির আওতায় কীট আক্রান্ত কোন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না। এলএসডি/সিএসডি'র ওয়ারেন্টি মোতাবেক চাল প্রেরণ করতে হবে;

৬। খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তি বিষয়ে প্রেরণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ভি-ইনভয়েস মনিটরিং করবেন। প্রাপ্তি ইনভয়েস যথাসময়ে ফেরত পাঠাবেন এবং এ বিষয়ে আখানি, জেখানি, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। উল্লেখ্য যে, সূচির আওতায় প্রেরিত খাদ্যশস্য প্রাপক কেন্দ্র কর্তৃক প্রাপ্ত হলে

ইনভয়েস ফেরত বিলম্বিত হওয়ার কারণেই পরিবাহিত খাদ্যশস্য পথখাতে প্রদর্শন করা যাবে না;
৭। ভি-ইনভয়েসে চালের গুণগতমান ও ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;
৮। সূচির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই প্রেরক কেন্দ্র থেকে ঠিকাদারভিত্তিক প্রেরণ বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক ফ্যাক্স/ই-মেইল যোগে অধিদপ্তরে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
৯। প্রেরিত নমুনা অনুযায়ী প্রাপকগণ খাদ্যশস্য বুঝে নিবেন এবং সূচি ঠিকাদারভিত্তিক প্রাপ্তি বিবরণী (জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতিস্বাক্ষরিত) ফ্যাক্সযোগে অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন;
১০। এ সূচি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ/ওয়েবসাইটে আপলোড করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক/এসএন্ডএমও/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অনুলিপি দিয়ে অবহিত করবেন;
১১। সূচির মেয়াদ আগামী ০৮/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে;
১২। সূচির নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদার খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ জরুরি বিবেচনায় পরবর্তীতে নতুন সূচি কিংবা সরকারি স্বার্থে আগ্রহী ঠিকাদারদের অনুকূলে উপ-সূচি জারি করা হবে।

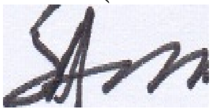

২৬-৫-২০২০
মোঃ সেলিমুল আজম
উপ-পরিচালক

প্রাপক :
১) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী
২) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পাবনা, রাজশাহী।
৩) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী।
৪) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জয়পুরহাট, রাজশাহী।
৫) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া, রাজশাহী।

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৪৯৩/১ তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ২৬ মে ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:
১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর
২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর
৩) পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৪) পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৫) পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৬) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বরিশাল
৭) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর। (খাদ্য অধিধপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)
৮) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ... ।
৯) ব্যবস্থাপক, ..., সিএসডি।
১০) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ...., এলএসডি।
১১) মেসার্স ...., ডিবিসিসি (খু-ব)/ডিবিসিসি, ঢাকা নৌ পরিবহণ ঠিকাদার।

২৬-৫-২০২০
মোঃ সেলিমুল আজম
উপ-পরিচালক